# জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা

# (এনপিও বার্তা)

## ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

প্রকাশনা সংখ্যা-০৬ (জুলাই - ডিসেম্বর ২০১৯ )

প্রকাশঃ ...../২০২০

## উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি দপ্তর । দেশের উৎপাদনশীলতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিএমএলপি)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" রাখা হয়। সর্বশেষে ১৯৮৯ সালে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" প্রকল্পটিকে উন্নয়ন খাত হতে সরকারের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরপূর্বক শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। এনপিও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরি সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে । এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে । এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুযায়ী, উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা, প্রতিবছর ০২ অক্টোবরকে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করা এবং সর্বোপরি এ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে সেরা উদ্যোক্তাদেরকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদান করা হচ্ছে। এনপিও হতে সম্ভাবনাময় শিল্প/সেবা সেক্টরের প্রোডাকটিভিটি উন্নয়নকল্পে গবেষণা চালানো ও উদ্ভাবনীমূলক ইনোভেশন কার্যক্রমেও চর্চা করা হচ্ছে ।

### ভিশন, মিশন ও কার্যাবলী

### রূপকল্প (Vision):

উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে এপিওভুক্ত উন্নত দেশসমূহের সমমানে পৌঁছানো ।

### অভিলক্ষ্য (Mission) :

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্রব্য/সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরি।

### কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১) দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ;
২) শিল্প উন্নয়নে স্বীকৃতি ও সহায়তা ;
৩) উৎপাদনশীলতা বিষয়ে গবেষণা জোরদারকরণ ;
৪) উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি;
৫) উৎপাদনশীলতা বিষয়ক নীতি নির্ধারন ও উন্নয়ন ;

### আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১) কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
২) নদাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;
৩) আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়ন;

### কার্যাবলি (Functions)

১) উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ কলাকৌশল উদ্ভাবন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
২) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা ;
৩) শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার গতিধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা ও কনসালটেন্সির মাধ্যমে প্রভাবক বা ক্যাটালিষ্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করা ;
৪) উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশ্লেষণসহ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক বিভিন্ন মহলে বিতরণ করার লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার গঠন করা;
৫) বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন ;
৬) দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা দিবস পালন, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও সেমিনার আয়োজন ;

## এপিও কর্তৃক  উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে প্রণীত দশ বছরমেয়াদি মাস্টার প্লান হস্তান্তর

বাংলাদেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপান ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি  অর্গানাইজেশন (এপিও) কর্তৃক প্রণিত দশ বছর মেয়াদি ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০’ গত ২২ জুলাই, ২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এপিও’র সেক্রেটারি জেনারেল ড. শান্তি কনকতানাপর্ন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এর নিকট  হস্তান্তর করেন ।

শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সাবেক পরিচালক (যুগ্ম সচিব)জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান। এতে মাস্টার প্ল্যানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সিঙ্গাপুরের উৎপাদনশীলতা কৌশল বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. উন কিন চাং।

অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিগত দশ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহিত কর্মসূচির ফলে দেশের শিল্পখাত সুসংহত হয়েছে। মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৫.১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৩৩.৭১ শতাংশ। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রণীত এ মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এর কাছে এপিও কর্তৃক প্রণীত দশ বছর মেয়াদী মাস্টার প্লান হস্তান্তর করেন এপিও’র সেক্রেটারি জেনারেল ড. শান্তি কনকতানাপর্ণ। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম, এনপিও’র সাবেক পরিচালকসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন ।

শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ হতে চলেছে। রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে। তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিযাত্রা জোরদারে শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মাস্টার প্লান প্রণয়নের জন্য তিনি জাপানভিত্তিক এপিও'র প্রশংসা করে বলেন এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে এনপিও এবং এপিও'র মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও অংশীদারিত্ব জোরদার হবে ।

এপিও'র সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, দশবছর মেয়াদি মাস্টার প্লান পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বেগবান হবে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করে বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা জোরদার হবে। তিনি বাংলাদেশ সরকার গৃহিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশংসা করে বলেন বাংলাদেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের অংশীদার হতে পেরে এপিও গর্বিত।

উল্লেখ্য, দশবছর মেয়াদি এ মাস্টার প্লানে বাংলাদেশের বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরে তা উন্নয়নের কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ১৯৯৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শ্রম উৎপাদনশীলতা ৩.৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। এক্ষেত্রে এপিও সদস্যভুক্ত এশিয়ার ২০টি দেশের গড় প্রবৃদ্ধি হার ২.৫ শতাংশ। এ মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্যের গুণগতমান, প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হবে। এ মাস্টার প্লানে ২০২১-২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক গড় উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষিখাতে গড়ে ৫.৪ শতাংশ, শিল্পখাতে ৬.২ শতাংশ এবং সেবাখাতে ৬.২ শতাংশ উৎপাদনশীলতা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

## জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯

গত ০২ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ দেশব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এই দিবসটি উদযাপন করা হয়। এ বছর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল" বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা" (Productivity for Global Competitiveness) দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দিবসটি কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেন, "উৎপাদনশীলতা জাতীয় অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এটি একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে এবং উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । বাংলাদেশ এখন বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য আমরা সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি । উন্নয়নের ধারা চলমান রাখার জন্য আমাদেরকে আরো বেশি প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে । এ প্রেক্ষিতে এ বছরের জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য " বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা" খুবই সময়োপযোগী । বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে । নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়ছে । সরকার রূপকল্প-২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ । এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে । প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টেকসই উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চমানের পণ্য উৎপাদন ও সেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সেজন্য এখন অর্থনৈতিক সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেন, "উৎপাদনশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রবৃদ্ধি ও আয়স্তর নির্ধারণে প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে। যে দেশ কম খরচে অধিক গুণগত মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদন করবে সে দেশ ততো বেশি সুবিধাজনকভাবে এগিয়ে যাবে। তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমরা ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছি। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার সংকল্প নিয়েছি। একই সময়ে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সকল সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। এ জন্য জনগণের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতা জরুরী"।

দিবসটি উপলক্ষে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর কর্মসূচির অংশ হিসেবে ০২ অক্টোবর সকাল ৮টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন সংলগ্ন সড়ক থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিমের নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, শিল্প-কারখানার মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারিরা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এটি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন গেট থেকে শুরু হয়ে জিরো পয়েন্ট ও গুলিস্থান সড়ক অতিক্রম করে জাতীয় স্টেডিয়াম মোড় ঘুরে শিল্প মন্ত্রণালয়ে এসে শেষ হয়।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯ এর শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রার একাংশ।

শোভাযাত্রা শেষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তৃতাকালে শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম বলেন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনমান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎপাদনশীলতাকে 'জাতীয় আন্দোলন' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। শিল্প, কৃষি, সেবাসহ সকলখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়ে পণ্য ও সেবার গুণগতমানে উৎকর্ষতা আনতে হবে। এজন্য তিনি বিভিন্নখাতে কর্মরত শ্রমিক, মালিক, কর্মচারি, ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহবান জানান।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের শোভাযাত্রার সমাপনী বক্তব্য প্রদান করছেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ০২ অক্টোবর সকাল ১১.০০ টায় রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে "বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) আয়োজিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি । শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনপিও'র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম এবং এনপিও'র সাবেক পরিচালক জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান বক্তব্য রাখেন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি।

আলোচনা সভায় মাননীয় শিল্প মন্ত্রী বলেন, "এ বছর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, "বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা" (Productivity for Global Competitiveness) বিষয়টির শিরোনামের মধ্যেই এর গুরুত্ব নিহিত রয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী $4^{th}$ Industrial Revolution এর ধারা বয়ে চলছে। এ বিপ্লবের ফলে Artificial Intelligence এবং Information Technology এর বিস্তার ঘটেছে। রোবটিক টেকনোলজি, ন্যানো-টেকনোলোজি, বায়ো-টেকনোলজি ইত্যাদির আবিস্কার ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এগুলোর প্রয়োগ বাড়ছে। ফলে বিভিন্ন শিল্পখাতে বর্তমানে অসাধারণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলো এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুণগতমানের Value-added Product উৎপাদন করছে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য অনায়াসে বিশ্ববাজার দখল করছে।

এ ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বাংলাদেশের শিল্পখাতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। উন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে বাংলাদেশি পণ্যকে বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হচ্ছে। আবার পণ্যের মূল্যও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। যে দেশের পণ্য তুলনামূলকভাবে সস্তা অথচ গুণগতমানের দিক থেকে উন্নত, সে দেশের পণ্যই বর্তমানে দাপটের সাথে বিশ্ববাজারে টিকে আছে।

বিশ্ববাজারে এ ধরণের দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদেরকেও প্রস্তুত থাকতে হবে। তাদেরকে তুলনামূলকভাবে কম দামে বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ কৌশল এক দিকে যেমন কাঁচামাল সাশ্রয় করে পণ্যের দাম কমাবে, অন্যদিকে তেমনি পণ্যের গুণগতমানের নিশ্চয়তা দেবে। ফলে আমাদের শিল্পপণ্য বিশ্ববাজারে জনপ্রিয় হবে।

মাননীয় শিল্প মন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি শিল্পখাতে আমরা প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা অর্জন করেছি। আমাদের তৈরি পোশাক বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের ঔষধ ১৫০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশে নির্মিত জাহাজ ডেনমার্ক, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ডসহ ইউরোপের উল্লেখযোগ্য দেশগুলোতে রপ্তানি হচ্ছে। ইউরোপের দেশগুলোতে বাইসাইকেল রপ্তানিতে আমরা তৃতীয় স্থানে রয়েছি। আমাদের শিপ রিসাইক্লিং শিল্পখাত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে আগ্রগামী ৫টি দেশের অন্যতম।

কৃষি উৎপাদনেও আমাদের সাফল্য অনেক। কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে আমাদের সরকার নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। ফলে গত এক দশকে কৃষি উৎপাদনে আমরা ঈর্ষাণীয় সাফল্য অর্জন করেছি। ইলিশ মাছ উৎপাদনে আমরা বিশ্বে প্রথম, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ধান, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে চতুর্থ, ছাগলের মাংস রপ্তানিতে পঞ্চম, আলু উৎপাদনে সপ্তম, আম উৎপাদনে অষ্টম, চা উৎপাদনে নবম এবং ফল উৎপাদনে দশম স্থানে রয়েছি"।

তিনি আরও বলেন, সারা পৃথিবীতেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলছে। এতে টিকে থাকার জন্য আমাদেরকেও শিল্প, কৃষি, সেবাসহ সকল খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশি পণ্য বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মত সক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করবে। এবছর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি সেদিকে বিবেচনা রেখেই নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম।

সভাপতির বক্তব্যে শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম বলেন, এসডিজির শিল্প সম্পর্কিত লক্ষ্য অর্জনে দক্ষতার সঙ্গে সীমিত সম্পদ কাজে লাগানোর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর মাধ্যমে কম খরচে ও কম সময়ে বেশি লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তুলতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তিনি এনপিও ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রতি আহবান জানান।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম।

অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম বলেন, গতানুগতিক উৎপাদনের ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সহজলভ্য শ্রম দ্বারা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। প্রথাগত পুরনো উৎপাদন পদ্ধতি বাদ দিয়ে আধুনিকায়নে জোর দিতে হবে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন এনপিও'র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন এনপিও'র সাবেক পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস.এম. আশরাফুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আরও বলেন, উৎপাদনশীলতার বিচারে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে এখনও পিছিয়ে রয়েছে । উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে এনপিও প্রণীত মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী চার বছরের মধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা সম্ভব । তারা খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে জাপানের টিকিউএম, কাইজেন, সিক্স সিগমা, ফাইভ এস ইত্যাদি কৌশল অনুসরণের পরামর্শ দেন । এর মাধ্যমে দ্রুত উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে বাংলাদেশ শিল্পায়নে কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌছে যাবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিয়র মোড়ক উন্মোচন করছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি ।

## ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও নানিয়াং পলিটেকনিক ইন্টারন্যাশনাল এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদনশীলতা, গুণগতমান, উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Bangladesh National Productivity Master Plan 2021-2030 প্রণয়ন করেছে। মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভূক্ত দপ্তর/সংস্থা সমূহের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গত ০১ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ সিংগাপুর এ অবস্থিত নানিয়াং পলিটেকনিক ইন্টারন্যাশনাল এর সাথে এনপিও এর Productivity and Innovation Management Program বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারকের আলোকে গত (০৩-০৯) নভেম্বর, ২০১৯ Leaders Program এ এনপিও থেকে ০৩ জন, (১০-২৩) নভেম্বর, ২০১৯ Managers Program #1 এ এনপিও থেকে ০৪ জন ,(৫-১৮) জানুয়ারি, ২০২০ Managers Program#2 তে এনপিও থেকে ০৩ জন, (২-২২) ফেব্রুয়ারি, ২০২০ Specialist Program#1 এ এনপিও থেকে ০৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে । এছাড়া (২২ মার্চ - ১১ এপ্রিল) ২০২০ Specialist Program#2 তে এনপিও থেকে ০৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করবেন ।

এনপিও এবং নানিয়াং পলিটেকনিক এর সাথে সমঝোতা স্মারকের অংশ হিসেবে Managers Program#1এ এনপিও থেকে অংশগহণকারী চার জন সহ মোট প্রশিক্ষণার্থী বৃন্দ।

## উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এনপিও'র প্রশিক্ষণ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ০৬ মাসে সরকারি/বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল, কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারণ, কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনা, কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা ও সবুজ উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক শিরোনামে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। দেশের বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করার মাধ্যমে ৮২০ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

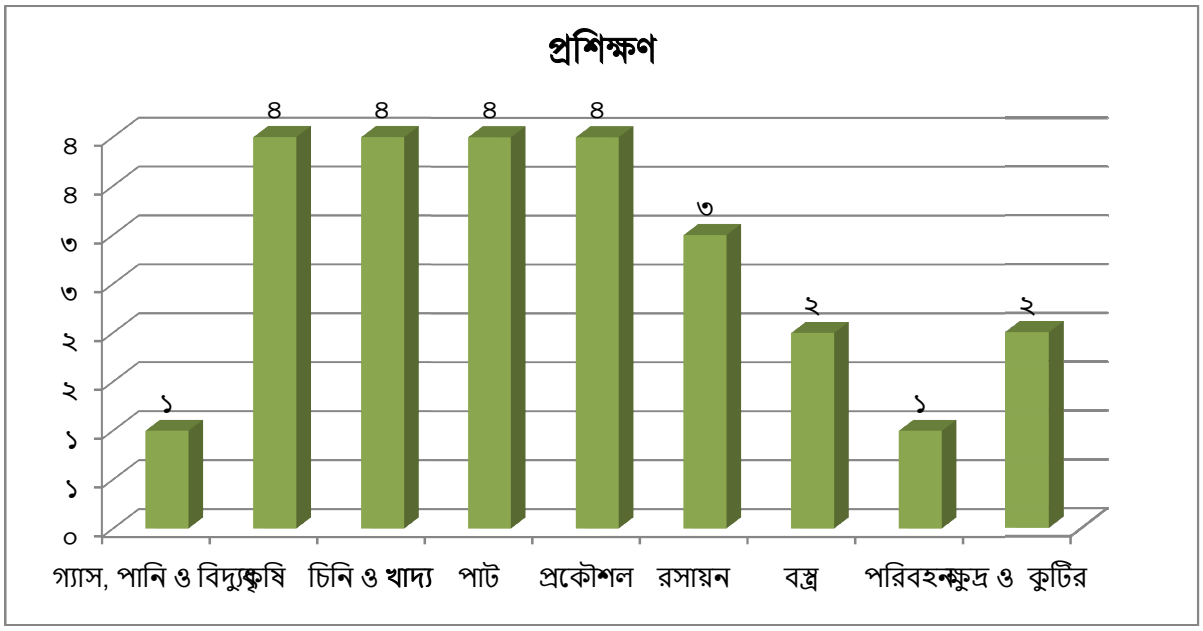


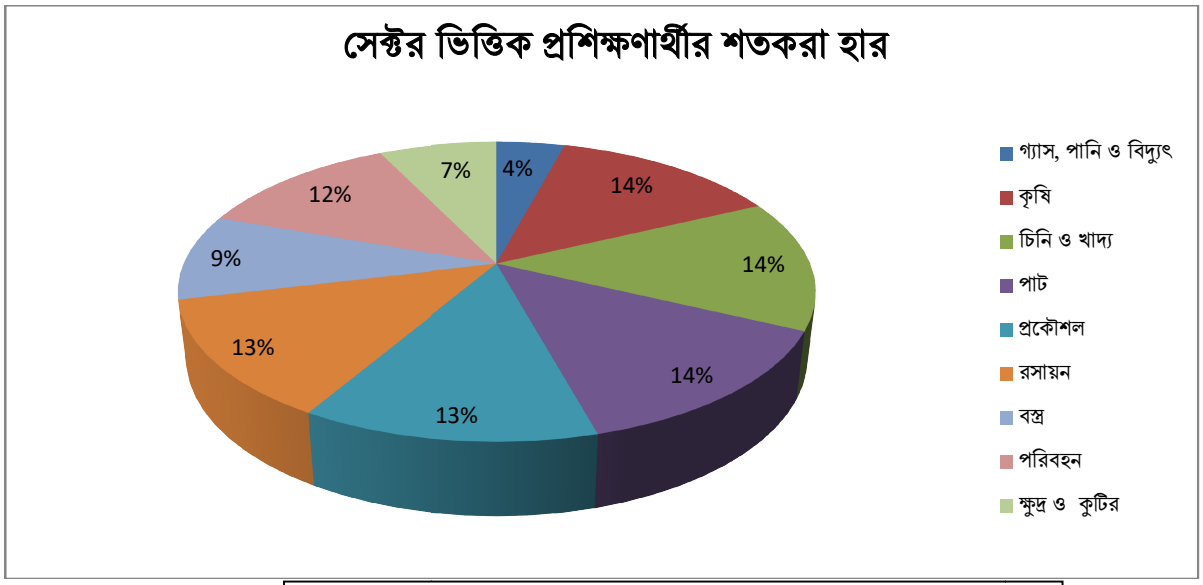


২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ১ম ৬ মাসে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীর শতকরা হার

মেট্রোসেম সিমেন্ট লিমিটেড, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকায় "অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র যুগ্ম পরিচালক জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক এবং গবেষণা কর্মকর্তা মিজ সুরাইয়া সাবরিনা ।

ইস্টার্ণ কেবলস লিমিটেড, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম "প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা মিজ আবিদা সুলতানা এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান।

জেনেসিস ফ্যাশন লিমিটেড, গাজীপুর, ঢাকায় "প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব রিপন সাহা এবং পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী জনাব ফিরোজ আহমেদ।

প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলস লিমিটেড, খুলনায় "সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলের উৎপাদন ও পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আকিবুল হক এবং গবেষণা কর্মকর্তা মিজ নাহিদা সুলতানা রত্না ।

আফতাব ফিড প্রোডাক্টস লিমিটেড, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ "অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ শেষে গ্রুপ ফটোসেশনে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র যুগ্ম পরিচালক জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক এবং গবেষণা কর্মকর্তা মিজ সুরাইয়া সাবরিনা।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), রংপুরে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র গবেষণা কর্মকর্তা জনাব রাজু আহম্মেদ।

## ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ডিসিসিআই) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ডিসিসিআই) এর মধ্যে গত ৭ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিমের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকে এনপিও'র পক্ষে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং ডিসিসিআই'র পক্ষে সংগঠনের সভাপতি ওসামা তাসীর স্বাক্ষর করেন । শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ডিসিসিআই'র কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন । সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) সাথে সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ডিসিসিআই) সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

বিভিন্ন শিল্প খাত ও উপখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এনপিও এবং ডিসিসিআই'র যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর কমপক্ষে ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করবে । এনপিও এসব কর্মশালায় রিসোর্স পারসন প্রেরণ করবে । অন্যদিকে ডিসিসিআই এসব প্রশিক্ষণের ব্যয়ভার বহন করবে । পাশাপাশি ডিসিসিআই কেন্দ্রিয়ভাবে প্রতিবছর উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করবে । এনপিও এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দেবে । এছাড়া ডিসিসিআই প্রতিবছর ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপনে এনপিওকে সহায়তা করবে । এর অংশ হিসেবে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ডিসিসিআই এর প্রধান কার্যালয় এবং সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে । সমঝোতা স্মারকে আরও উল্লেখ করা হয়, এনপিও প্রতিবছর ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদানের বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে ডিসিসিআই'র কার্যালয়ে প্রেরণ করবে । সে অনুযায়ী ডিসিসিআই সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবহিত এবং আবেদনে উদ্বুদ্ধ করবে । উভয় প্রতিষ্ঠান এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) প্রদত্ত টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়নে পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে কাজ করবে বলেও সমঝোতা স্মারকে উল্লেখ করা হয় ।

শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম তাঁর বক্তব্যে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগকে দেশের শিল্পখাতের উন্নয়নে একটি মাইল ফলক হিসেবে উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, ষোল কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মহাসড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছে । ইতোমধ্যে শিল্প খাতসহ সকল সেক্টরে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং বিশ্ব সম্প্রদায় বাংলাদেশের এ গুণগত পরিবর্তনের প্রশংসা করছে । সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে দেশের বিভিন্ন শিল্পখাত ও উপখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস জোরদার হবে । এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য চেম্বার ও ট্রেড বডি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের উদ্যোগে সামিল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন । অনুষ্ঠানটিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম, বিএসইসি'র পরিচালক জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, বিএসএফআইসি'র পরিচালক জনাব মীর জহুরুল ইসলাম, বিসিক এর পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, বিসিআইসি'র পরিচালক জনাব মোঃ শাহীন কামাল, নাসিব এর সভাপতি মির্জা নুরুল গণি শোভনসহ সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ট্রেডবডির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সভায় শিল্প সচিব ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এর জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়াতে তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোক্তার মধ্যে এ বিষয়ক সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দেন । এ লক্ষ্যে তিনি জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা ও অবহিতকরণ সভা আয়োজনের জন্য এনপিওকে পরামর্শ দেন ।

শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এর উপস্থিতিতে এনপিও'র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং ডিসিসিআই এর সভাপতি ওসামা তাসীর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন ।

## জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটি (এনপিইসি) এর ১৮ তম সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির (এনপিইসি) এর ১৮তম সভা গত ০৭ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ বিকাল ০৩.০০ টায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে এবং পারস্পরিক পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে এনপিও এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় এনপিও'র আপগ্রেডেশন ও আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা, এনপিও'র জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় ভবন নির্মাণ , এনপিওকে একটি দক্ষ পেশাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ , সেক্টর এবং সাব সেক্টরের Need Base কর্মসূচি গ্রহণ ও বিভিন্ন ট্রেডবডি এবং এনপিও'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, শিক্ষা কারিকুলামে উৎপাদনশীলতা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ ,ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ যথাসময়ে প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির (এনপিইসি) এর ১৮তম সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম।

## জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০১৯

গত ২৩ জুলাই,২০১৯ তারিখ জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০১৯ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা গুলো তাদের উদ্ভাবনী সেবা ও কর্মকান্ড নিয়ে মন্ত্রণালয়ের নিচ তলায় প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্ভাবনী সেবা ও কর্মকান্ড নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার প্রদর্শনীতে অংশ নেয়া স্টল গুলো ঘুরে দেখেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম, অতিরিক্ত সচিব মিজ পরাগ, অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম, এনপিও'র সাবেক পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এবং এনপিও'র অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত মঞ্চে জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা রাখেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এবং মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের সেবার মান আরো বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস ২০১৯ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে স্থাপিত মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম ।

## এনপিওর নবনিযুক্ত কর্মচারীদের অবহিতকরণ কোর্স অনুষ্ঠিত

এনপিও এর নবনিযুক্ত কর্মচারীদের কর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত (২৫-২৯) আগস্ট, ২০১৯ তারিখে পাঁচ দিন ব্যাপী অবহিতকরণ কোর্স, বিয়াম ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত অবহিতকরণ কোর্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও সাবেক পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এবং সভাপতিত্ব করেন বিয়াম ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার আঞ্চলিক কেন্দ্র এর পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার পাশা ।

পাঁচ দিন ব্যাপী অবহিতকরণ কোর্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন এনপিও'র সাবেক পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান।

## এপিও কর্তৃক জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) একটি আন্ত:আঞ্চলিক সরকারি প্রতিষ্ঠান (Inter-Governmental Regional Organization) ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও)'র লিয়াঁজো অফিস হিসেবে এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এপিও এর আওতায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহে সেক্টর ভিত্তিক জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৯ এপিও এর সর্বমোট ১৮ টি প্রোগ্রামে বাংলাদেশ থেকে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে এনপিও থেকে ১১ জন, শিল্প মন্ত্রণালয়, অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে । এ ধরণের প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার মাধ্যমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারীরা উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে এবং বিভিন্ন দেশ তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত করছে তার ধারণা পায়।

রিপাবলিক অব চায়নাতে গত ২২-২৪ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের এনপিও প্রধানদের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ ফৌজিয়া নাহার ইসলাম এবংবাংলাদেশে এপিও লিয়াজোঁ অফিসার জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম।

Workshop on Advanced Strategic Management for Enhancing Productivity, Nadi, Fiji (12- 16) August, 2019 শীর্ষক ০৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে গ্রুপ ফটোসেশনে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারি সচিব মিজ নিলুফার জেসমিন খান এবং এনপিও এর গবেষণা কর্মকর্তা মিজ সুরাইয়া সাবরিনা।

Workshop on Sustainable Productivity, Tokyo, Japan. (16-20 )December, 2019 শীর্ষক ০৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে গ্রুপ ফটোসেশনে এনপিও এর উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম ।

## এনপিও'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য দিনব্যাপী নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৮ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে এনপিও'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর a2i প্রকল্পের আওতায় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন এনপিও যুগ্ম-পরিচালক জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক। উক্ত কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন a2i প্রকল্পের প্রশিক্ষক জনাব আব্দুল মালেক। এতে এনপিও'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি অংশগ্রহণ করেন । উক্ত কর্মশালায় দিনব্যাপী সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে যেসব সেবা দেওয়া হয় সেসব সেবাকে আরও কিভাবে সহজ করা যায় সে ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরা হয়।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করছেন এনপিও এর যুগ্ম-পরিচালক জনাব এ টি এম মোজাম্মেল হক ।

## এনপিও কর্মকর্তাদের জন্য “Knowledge Management Cooperation” শীর্ষক টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস

গত ২৪-২৮ নভেম্বর,২০১৯ তারিখ পর্যন্ত TES on “Knowledge Management Cooperation” এর উপর ০৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী একটি কর্মশালা এনপিও এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহর বেগম।। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল কন্সালটেন্ট কেডিআই এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং সিঙ্গাপুরের বিশেষজ্ঞ এবং জাপান ন্যাশনাল লেবার ফাউন্ডেশন এর উপদেষ্টা জনাব প্রভা নায়ার । পাঁচ দিনব্যাপী এ কর্মশালায় এনপিও এর সকল কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন । উক্ত কর্মশালা উৎপাদনশীলতার সাথে শিল্পের সম্পর্ক, প্র্যাকটিক্যাল ৫এস এবং কাইজেন, নলেজ ম্যানেজেন্ট এর সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক, প্রোডাকটিভিটির বিভিন্ন টুলস বিষয়ে আলোচনা হয় ।

এনপিও কর্মকর্তাদের “Technical Expert Service (TES) on Knowledge Management Cooperation” শীর্ষক এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজ লুৎফুন নাহার বেগম ।

## এনপিও কর্মকর্তাদের জন্য “Labour Management Cooperation” শীর্ষক টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস গ্রহন

গত ০৯-১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখ পর্যন্ত APO TES on “Labour Management Cooperation” এর উপর ০৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ এনপিও এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এনপিও পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপান ন্যাশনাল লেবার ফাউন্ডেশন এর উপদেষ্টা জনাব কেনিচি কুমাগাই । পাঁচ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে এনপিও এর সকল কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন । উক্ত প্রশিক্ষণে শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং প্রকারভেদ, সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, প্রফিট শেয়ারিং ভাটাবেজ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

এনপিও পেশাজীবীদের “Technical Expert Service (TES) on Labour Management Cooperation” শীর্ষক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার ।

# জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি) এর  চতুর্দশতম সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি) এর চতুর্দশতম সভা গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে বিকাল ৩টায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র সম্মানিত সভাপতি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি । মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন । সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিষদের সদস্য-সচিব ও এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)'র সভায় কার্যপত্র  উপস্থাপন করেন । সভায় তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণার প্রসারে একটি যুগোপযোগী প্রামাণ্য অনুষ্ঠান নির্মাণ ও তা বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি মহোদয় বলেন, উৎপাদনশীলতা বিষয়ক এ অনুষ্ঠানে শিল্প, কল-কারখানা, কৃষি খামারসহ সকল সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল এবং এর সুবিধা তুলে ধরতে হবে। সভায় শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন, শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে সকল খাতে কাঙ্ক্ষিত হারে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এ জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস গতিশীল করতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় গৃহিত উদ্যোগের ফলে গত এক বছরে সকল সেক্টরেই গতিশীলতা এসেছে। আগামী বছর এটি আরও জোরদার হবে। তিনি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক চালুকৃত বঙ্গবন্ধু শিল্প পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান।

সভায় শিক্ষা কারিক্যুলামে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক কনটেন্ট অন্তর্ভুক্তি, নারী উদ্যোক্তা সংগঠনের সাথে এনপিও'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্লান বাস্তবায়ন, এনপিও'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এর পাশাপাশি খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোপূর্বে গঠিত কমিটিগুলোর কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে কমিটি পুনর্গঠনের তাগিদ দেয়া হয়। সভায় জানানো হয়, বিভিন্ন সেক্টর ও সাব-সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ গার্মেন্টস্ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) এবং লেদার গুডস্ অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এলএফএমইএবি) এর সাথে এনপিও'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। এর ফলে দেশের তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ও চামড়া শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়বে বলে সভায় আশা প্রকাশ করা হয়।

সভায় আরও জানানো হয়, শিল্প, সেবা ও কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতার স্তর নির্ধারণের লক্ষ্যে এনপিও একটি সমীক্ষা পরিচালনা করবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। শ্রম জরিপের ফলাফল প্রকাশের পরপরই এটি পরিচালনা করা হবে। এনপিও এ সমীক্ষার ফলাফল দ্রুততার সাথে প্রকাশ করবে বলে সভায় তথ্য প্রকাশ করা হয়। এতে শিল্পসচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম, শিল্প, বাণিজ্য, পাট ও বস্ত্র, কৃষি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও তথ্য যোগাযোগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বেপজা, এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, বিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, নাসিব, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি, বাংলাদেশ জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন, এনপিও, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের প্রতিনিধিসহ কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি) এর ১৪ তম সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এবং এনপিও পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দারসহ পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

## এপিও ও এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে ০৩টি আন্তর্জাতিক Workshop

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে আগামী (২২-২৫) মার্চ, ২০২০ তারিখে "Workshop on Sustainable Productivity Models in Agriculture", (১২-১৬) এপ্রিল, ২০২০ তারিখে "Training of Trainers on Lean Manufacturing Systems" এবং (১০-১২) মে, ২০২০ তারিখে Conference on Successful Models of Smart Public Service Delivery" শীর্ষক ০৩টি আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এবং হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হবে । এই প্রোগ্রাম ০৩টি তে এপিও সদস্যভু দেশ হতে প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন।

# টেকসই উন্নয়নে সবুজ উৎপাদনশীলতা

মোঃ রিপন মিয়া
পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী, এনপিও

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে হলে শিল্পোন্নয়নের বিকল্প নেই। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান শতকরা ৩৫.১৪ ভাগ। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই শিল্পকে হতে হবে পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব। শিল্পের জন্য কোনো কৃষিজমি বিনষ্ট করা যাবে না। বনভূমি ধ্বংস করা যাবে না। জীববৈচিত্র্য নষ্ট করা যাবে না। মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দদূষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের জীবনকে বিপন্ন করে তোলা যাবে না। শিল্পে ব্যবহৃত জ্বালানি হবে নবায়নযোগ্য আর উৎপাদিত পণ্যও হবে পরিবেশবান্ধব। পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের জন্য সবুজ উৎপাদনশীলতার কোন বিকল্প নেই। সবুজ উৎপাদনশীলতা হলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি কৌশল যা উৎপাদনশীলতা এবং পরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবন মান উন্নয়নে সাহায্য করে। এটা পরিবেশ ব্যবস্থার উপকরণ, কৌশল এবং প্রযুক্তির মিলিত প্রয়োগ যা একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, উৎপাদন ও সেবার উপর পরিবেশের প্রভাব কমায় এবং তুলনামূলক ভাবে মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এটা একটি বাস্তব কৌশল যা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও পরিবেশ রক্ষা হয়।

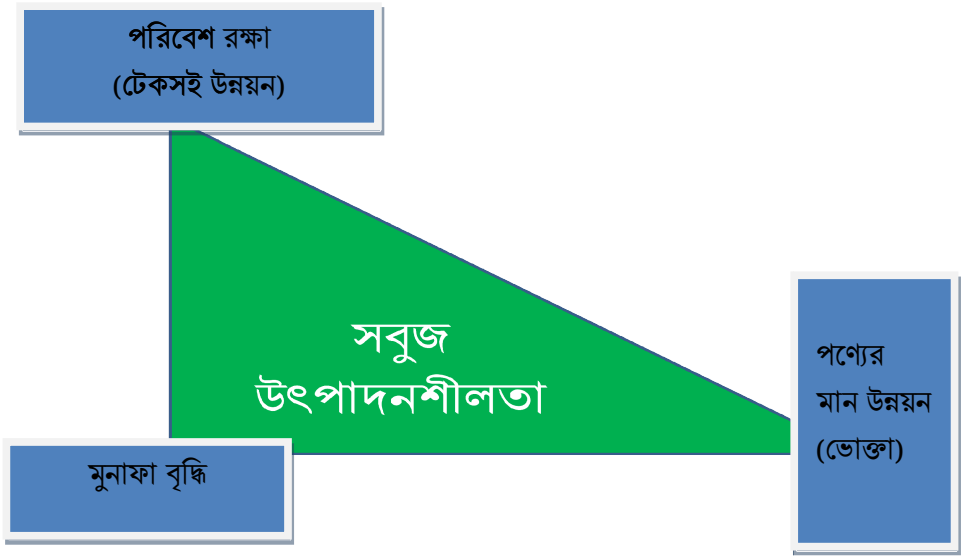

শিল্পায়ন সরকারের অগ্রাধিকার হলেও বর্তমান সরকার পরিবেশের ক্ষতি করে কোনো ধরনের শিল্পায়নের পক্ষে নয়। এজন্য সবুজ শিল্পায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ সুরক্ষায় ইতোমধ্যে সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারকারী শিল্পোদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ ১৮ক) সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধিমালা ও আদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা অফিসের অব্যবহৃত জায়গায় শুধু গাছের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। সবুজহীন সাধারণ পরিবেশের তুলনায় সবুজময় কর্মপরিবেশ কর্মীদের জন্য বেশি উপভোগ্য। এটি মনোযোগ বাড়াতে সহায়ক এবং ব্যবসায়ে অধিক ফলপ্রসূ। বিভিন্ন দূষণকারী উপাদান ও জীবাণু গাছের সবুজ পাতা শুঁষে নেয়। ফলে অফিসে প্রবাহিত বাতাসের গুণগত মান বাড়ায় তা কর্মীদের মনোযোগ ও সন্তুষ্টিতে প্রভাব ফেলে।

আমাদের জন্য সুখবর যে, বর্তমানে ৬৭টি গ্রীণ ফ্যাক্টরি নিয়ে বিশ্বে ১ম স্থানে অবস্থান করেছে বাংলাদেশ। গ্রীণ ফ্যাক্টরি হচ্ছে পরিবেশবান্ধব সবুজ কারখানা। কারখানার চারপাশে ও ভেতরে থাকবে খোলা জায়গা ও সবুজ বাগান। কারখানার মেশিনারিজ হবে অত্যাধুনিক। থাকবে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার। United States Green Building Council (USGBC) প্রতিষ্ঠান কতগুলো মানদন্ডের উপর গ্রীণ ফ্যাক্টরির সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে।

গ্রীণ ফ্যাক্টরি

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে সব ব্যাংকে গ্রীণ ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করার নির্দেশ প্রদান করেছে। বিগত ২০১১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। ব্যাংকের কোন কর্মকান্ড যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিপর্যয়ের কারণ হয়ে না দাঁড়ায় তা নিশ্চিত করে অর্থায়ন ও সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা করা গ্রীণ ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো পরিবেশবান্ধব শিল্প ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করছে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ঋণ প্রদান হ্রাস, মোট ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ পরিবেশবান্ধব শিল্প ও ব্যবসায় বিনিয়োগ, পরিবেশ বান্ধব পণ্য উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত পণ্য উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়ন। গ্রীণ ব্যাকিং কার্যক্রমের ফলে ব্যাংকগুলোতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এনার্জি বাল্ব ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে, পানি, বিদ্যুৎ, কাগজ প্রভৃতির কম ব্যবহার হচ্ছে , নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহৃত হচ্ছে।

পরিবেশের ক্ষতি না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যক্রমই সবুজ অর্থনীতি। একই সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্যও বজায় রাখা হয়। মেলবন্ধন ঘটে অর্থনীতি ও পরিবেশের। সবুজ অর্থনীতি হলো সেই অর্থনীতি, যা মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে; একই সঙ্গে পরিবেশগত ঝুকি কমাবে ও অভাব দূর করবে। এই অর্থনীতিতে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার, সামাজিক কল্যাণ ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের জন্য সবুজ উৎপাদনশীলতার বিকল্প নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানো, পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যাবলি (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কাঁচামাল, পানি ও জ্বালানির ব্যবহার, অপচয় এবং অপচয় রোধকল্পে গৃহীত উদ্যোগ, কর্মী নিরাপত্তা, পণ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত পণ্যের প্রভাব এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) সঠিক ব্যবহার ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সবুজ উৎপাদনশীলতা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

## দুটি কথা.....

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পেশাজীবীরা দেশের অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। একটি সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। একই সাথে প্রতি বছর ০২ অক্টোবরকে "জাতীয়উৎপাদনশীলতা দিবস" হিসেবে পালন এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তার মাঝে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদানের ঘোষণা দেন। সরকারের রূপকল্প ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিণত করা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন অপরিহার্য।

এনপিও'র পেশাজীবী জনবলের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে নিয়মিত উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম, ডিজিটাল অনলাইন সার্ভিস প্রদানের জন্য টেকসই ওয়েবসাইট গঠন, সেক্টর ভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার লেভেল নির্ধারণ, গবেষণা এবং উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং সকল ট্রেডবডিকে উৎপাদনশীলতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কার্যক্রম পরিচালন করা হচ্ছে। এছাড়া এনপিও'র কার্যক্রম সম্পর্কিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রণয়ন এবং আধুনিক ডাটাবেজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার গতি প্রকৃতি নির্ণয় পূর্বক সমস্যা চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমাধানের উপায় বর্ণনা পূর্বক উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য ০২ অক্টোবর, ২০১৯ ব্যাপকভাবে পালন করা হয়। দেশব্যাপী যথাযথভাবে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা, বিভিন্ন ট্রেডবডি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়।

উৎপাদনশীলতা বিষয়ক এনপিও বার্তা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির নিয়মিত সরকারি দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত সময়ে এ কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। পরিশেষে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক "এনপিও বার্তা" এ যাঁরা লেখা ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা প্রদান করেছেন তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

### সম্পাদনা পরিষদ

নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার
সভাপতি ও পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

এ টি এম মোজাম্মেল হক
সদস্য ও যুগ্ম-পরিচালক
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

রিপন সাহা
সদস্য ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

মোঃ মেহেদী হাসান
সদস্য ও গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

সুরাইয়া সাবরিনা
সদস্য সচিব ও গবেষণা
কর্মকর্তা এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

**প্রকাশনায়ঃ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প ভবন, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০**
**ই-মেইলঃ** npobd1982@gmail.com , **Web:** www.npo.gov.bd,
**Facebook: National Productivity Organisation (NPO), Bangladesh**